



122339 - যবে ব্যক্তিকোন খতীবকবে বভিরান্তরি দকিবে অথবা বদিআতবে দকিবে আহ্বান করতে শুনবে সবে কী করবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমাদবে স্থানীয় ইমাম মানুষকবে কতপিয় বদিআতবে দকিবে আহ্বান করেন। কছি দ্বীনদার ভাই দললি-প্রমাণসহ এ ব্যাপারে তাঁকে সাবধান করছেন। কনিতু এখন পর্যন্ত তিনি এ বদিআতগুলোর পক্ষে অটল অবস্থানে রয়েছেন। যদি জানা যায় যে, আজকবে খোতবায় খতীবসাহবে বদিআতবে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবেন যমেন- মলিাদ, শবে বরাত, ইত্যাদি সক্ষেত্রে আপনারা কি এ পরামর্শ দবিনে যে, সবে ব্যক্তি জুমার খোতবা শুনতে যাবে না। কটে যদি মসজদিবে গিয়ে শুনতে পায় যে, খতীবসাহবে বদিআতবে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছেন তখন সবে ব্যক্তির করণীয় কী? সবে কী খোতবার মাঝখানে উঠবে বাড়ীতে এসবে যোহরবে নামায আদায় করবে? অন্যথায় সবে কী করবে? এ ধরণবে খোতবা শুনায় হাজরি থাকলে ব্যক্তি কি গুনাহগার হবে? কারণ কছি ভাই নসহিত করার পরও খতীবসাহবে তাঁর দৃষ্টিভিঙগরি উপর অটল অবস্থানে রয়েছেন। কটে যদি খোতবার মধ্যে দুর্বল ও বানয়োটি হাদসি উল্লেখ করে তার ক্ষেত্রেও কি একই হুকুম প্রযোজ্য? আল্লাহ আপনাদবেকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যবে ব্যক্তির এলাকার মসজদিবে কোন বদিআতপন্থী ইমাম ইমামতি করেন: তার বদিআত হয়তো কুফরি বদিআত হবে অথবা সাধারণ কোন বদিআত হবে। যদি কুফরি বদিআত হয় তাহলে ঐ ইমামবে পছিনবে সাধারণ নামায কথিবা জুমার নামায কোনটি পড়া জায়বে হবে না। আর যদি ইসলাম থেকে খারজি করে দবে এমন কোন বদিআত না হয় তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী- তার পছিনবে জুমা পড়া ও জামাতে নামায পড়া জায়বে। এ হুকুমটি এত বেশি প্রচার পয়েছে যে, এটি এখন সুন্নাহ অনুসারীদের নদির্শনে পরণিত হয়েছবে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, যদি কটে এমন ইমামবে পছিনবে নামায আদায় করে ফলে তাহলে তাকে সবে নামায শোধরতে হবে না। এ বিষয়ক নীতি হচ্ছে- “যবে ব্যক্তির নজিরে নামায শুদ্ধ; সবে ব্যক্তির ইমামতিও শুদ্ধ”।

আর যদি সেই বদিআতী ইমামকবে বাদ দিয়ে অন্য কোন ইমামবে পছিনবে নামায পড়ার সুযোগ থাকবে তাহলে সটাই করতে হবে। বিশেষতঃ আলমে শ্রণী ও তালবিল ইলমকবে সটাই করতে হবে। তা করা সৎকাজবে আদশে ও অসৎ কাজবে নষিখে তুল্য।

কিন্তু এ ইমামের পছিনে নামায বর্জন করতে গিয়ে ঘরে নামায পড়া জামাতযুক্ত নামাযের ক্ষেত্রে জায়যে নহে। সুতরাং জুমার ক্ষেত্রে জায়যে না হওয়া আরও বেশী যুক্তযুক্ত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: যদি মোকতাদা জানে যে, ইমাম বদিআতি, বদিআতের দিকে আহ্বান করে অথবা এমন ফাসকে (কবরি-গুনাহগার) যার মধ্যে গুনাহর আলামত প্রকাশ্য এবং সেই-ই নির্ধারণিত ইমাম; নামায পড়লে তার পছিনেই পড়তে হবে যমেন- জুমার ইমাম, ঈদরে ইমাম, আরাফাতে হজ্জরে নামাযের ইমাম ইত্যাদি এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলমেরে অভিমত হচ্ছে- মোকতাদাকে তার পছিনেই নামায আদায় করতে হবে। এটি ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফয়ী, ইমাম আবু হানফি ও অন্যান্য আলমেরে অভিমত। এ কারণে আলমেগণ আকদির কতিব লেখনে যে, ইমাম নকেকার হোক কথিবা পাপাচারী হোক তিনি ইমামের পছিনে জুমার নামায ও ঈদরে নামায আদায় করেন। অনুরূপভাবে এলাকাতে যদি শুধু একজন ইমাম থাকে তাহলে তার পছিনেই জামাতে নামাযগুলো আদায় করতে হবে। কেননা জামাতে নামায আদায় করা, একাকী নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম; এমনকি ইমাম ফাসকে (কবরি-গুনাহলেপিত) হলও। এটি অধিকাংশ আলমে: আহমাদ ইবনে হাম্বল, শাফয়ী ও অন্যান্যদেরে অভিমত। বরং ইমাম আহমাদেরে প্রকাশ্য অভিমত হচ্ছে- জামাতে নামায আদায় করা ফরজে আইন। ইমাম ফাসকে হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি জুমার নামায ও জামাতে নামায পড়ে না সে ইমাম আহমাদ ও আহলে সুন্নাহর অন্যান্য ইমামেরে মতে- বদিআতী; আব্দুস, ইবনে মালকে ও আততারেরে 'রসিলা' তে এভাবে এসছে। সঠিকি মতানুযায়ী: সে ব্যক্তি নামায পড়ে নবি; তাকে এ নামাযকে পুনরায় আদায় করতে হবে না। কারণ সাহাবায়েরে জুমার নামায, জামাতে নামায ফাসকে ইমামদেরে পছিনেও আদায় করছেন; তাঁরা তাদেরে পছিনে আদায়কৃত নামায পুনরায় আদায় করতেন না। যমেন- ইবনে উমর হাজ্জাজেরে পছিনে নামায পড়তেন। ইবনে মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবী ওয়ালদি ইবনে উকবার পছিনে নামায পড়তেন। ওয়ালদি বনি উকবা মদ্যপ ছিল। একবার ফজরেরে নামায চার রাকাত পড়িয়েছে। এরপর বলল: আরো বাড়াব নাকি? তখন ইবনে মাসউদ বললেন: আজ তো আপনি বেশি পড়িয়েছেন! এরপর তাঁরা তার বিরুদ্ধে ওসমান (রাঃ) এর নিকট অভিযোগ করেন।

সহিহ বুখারিতে এসছে- ওসমান (রাঃ) যখন অবরুদ্ধ হলেন এবং জনকৈ লোক এগিয়ে গিয়ে নামাযেরে ইমামত করল তখন এক ব্যক্তি ওসমান (রাঃ) কে প্রশ্ন করল: নঃসন্দহে আপনি সর্বসাধারণেরে ইমাম। আর যে ব্যক্তি এগিয়ে এসে ইমামত করল সে ফতিনার ইমাম। তখন ওসমান (রাঃ) বললেন: ভাতসিপুত্র শুন, নামায হচ্ছে- ব্যক্তির সবচেয়ে উত্তম কাজ। যদি লোকেরো ঠিকিভাবে নামায আদায় করে তাদেরে সাথে ভাল ব্যবহার কর। আর যদি তারা মন্দ আচরণ করে তাদেরে সে মন্দ আচরণকে এড়িয়ে চল। এ ধরণেরে বাণী অনেক আছে।

ফাসকে বা বদিআতীর নামায সহিহ। অতএব, মোকতাদা যদি তার পছিনে নামায পড়ে তাহলে তার নামায বাতলি হবে না। তবে, যারা বদিআতেরি পছিনে নামায পড়াকে মাকরুহ বলছেন তারা দিকি থেকে বলছেন: সৎ কাজেরে আদশে ও অসৎ কাজেরে নষিধে ওয়াজবি। যে ব্যক্তি প্রকাশ্য বদিআত করে তাকে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ না করাটা সৎ কাজেরে আদশে ও অসৎ কাজেরে নষিধেরে অন্তর্গত। কেননা সে শাস্তযিগ্যে যতক্ষণ না তওবা করে। যদি তাকে এড়িয়ে চলা যায় যাতেরে সে তওবা করে সেটো— ভাল। যদি কোন কোন লোক তার পছিনে নামায পড়া ছড়ে দিলে, অন্যরো নামায পড়লে সেটো তার উপরে প্রভাব



ফলে যাত করে সে তওবা করে অথবা বরখাস্ত হয় অথবা মানুষ এ জাতীয় গুনাহ থেকে দূরে সরে আসে এবং সে মোক্‌তাদরি জুমা বা জামাত ছুটে না যায় যদি এমন হয় তাহলে এ ধরণে লোকেরে তার পছিনে নামায বর্জন করাতে কল্যাণ আছে। পক্ষান্তরে মোক্‌তাদরি যদি জুমা ও জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে তার পছিনে নামায বর্জন করাটা বদিআত এবং সাহাবায়েরে আমলেরে পরপিন্থী। [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/৩০৭-৩০৮)]। দুই:

ইতপূর্ববরে আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যদি কটে কোন খতীবকে বদিআতেরে দকি ডাকে (যেমন যে বদিআতগুলোর কথা আপনি প্রশ্নে উল্লেখ করছেন) অথবা বদিআতেরে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে অথবা দুর্বল ও বানোয়াট হাদসিগুলো উদ্ধৃত করতে শুনতে তদুপরিতার জন্য মসজদি ত্যাগ করা, খোতবা না-শুনা জায়গে হবে না। তবে যদি প্রভাবশালী আলমে হন এবং তিনি অন্য কোন খতীবেরে পছিনে নামায পড়বনে তাছাড়া ইতপূর্ববে ঐ খতীবকে নসহিত করছেন, সত্যকে তার নকিট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছেন- তিনি তার পছিনে নামায বর্জন করতে পারনে। যদি তিনি ইতপূর্ববে তাকে নসহিত না করে থাকেন অথবা অন্য কোন মসজদি তার নামায পড়ার সুযোগ না থাকে তাহলে অগ্রগণ্য মত হচ্ছ- খোতবাকালে মসজদি থেকে বেরিয়ে যাওয়া জায়গে হবে না। তবে যদি এমন হয় যে, এ খতীবেরে পছিনে নামায পড়া জায়গে হবে না এমন পরযায়েরে তাহলে বেরিয়ে যতে পারনে।

6366 নং প্রশ্নেরে জবাবে আমরা উল্লেখ করছি জুমার নামায়েরে খতীব যদি কোন বিভিন্ন্তরি কথা বলে অথবা কোন বদিআত সাব্যস্ত করে অথবা শরিকেরে দকি আহ্বান করে আমরা সে প্রশ্নেরে জবাবে খোতবার মাঝখানে প্রতবাদ করাকে বধৈ উল্লেখ করছি। তবে শরত হচ্ছ- মানুষেরে মাঝে বশিখলা সৃষ্টি হতে পারবে না এবং জুমার নামায নষ্ট করা যাবে না। যে ব্যক্তি প্রতবাদ করতে চায় তিনি খোতবা শেষে দাঁড়িয়ে মানুষেরে কাছে খতীবেরে ভুল তুলে ধরবনে। যে ব্যক্তি প্রতবাদ করতে চায় তার উচিত সত্য তুলে ধরা ও সে খতীবেরে সমালোচনার ক্ষতেরে কামল হওয়া। যাত করে মন্দেরে প্রতবাদ ফলপ্রসু হয়। স্থায়ী কমটির আলমেগণকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছে-

যে খতীব তার খোতবার মাঝে অথবা গোটো খোতবা জুড়ে শুধু ইসরাইলী বর্ণনা ও দুর্বল হাদসি উল্লেখ করে এর মাধ্যমে মানুষকে চমকে দিতে চান ইসলামে এর হুকুম কী?

তাঁরা জবাবে বলেন: যদি আপনি সুনিশ্চিতভাবে (ইয়াকীনসহ) জাননে যে, খতীব খোতবার মধ্যে যে ইসরাইলী বর্ণনাগুলো উল্লেখ করছেন সেগুলো ভিত্তিহীন অথবা হাদসিগুলো দুর্বল তাহলে আপনি তাকে নসহিত করুন যেনে অন্য সহহি হাদসিগুলো উল্লেখ করে, আয়াতে কারীমাগুলো নিয়ে আসে। আর যে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জাননে না সটোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে দকি সম্পৃক্ত করবে না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “দ্বীন হচ্ছ- নসহিত”। হাদসিটা ইমাম মুসলিম তাঁর সহহি গ্রন্থে উল্লেখ করছেন। তবে নসহিত হতে হবে উত্তম পন্থায়; কর্কশ ও কঠনি আচরণেরে মাধ্যমে নয়। আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দনি ও আপনাকে কল্যাণেরে ধারক বানান।



শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান।

ফাতাওয়াল লাজনাহ দায়মি (৮/২২৯-২৩০) সার কথা হচ্ছ- যদি আপনি এমন কোন মসজিদে যতে পারনে যখনে বদিআত নহে, যে মসজিদে খতীব বদিআতের দকি আহ্বান করে না সটো ভাল। যদি না যতে পারনে অথবা আপনাদের নকিটে অন্য কোন মসজিদ না থাকে তাহলে উল্লেখিত কারণে জামাত ও জুমা ত্যাগ করা আপনাদের জন্য জায়যে হবে না। আপনাদের কর্তব্য হচ্ছ- নসহিত করা ও আল্লাহর দকি আহ্বান করা। দাওয়াতের ভাষা যনে কামল হয় এবং পদ্ধতি যনে সুন্দর হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।

আল্লাহই ভাল জাননে।